দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 FEB 1988
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

049

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ প্রসঙ্গে

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ বিধি চালু হয়েছে ১৯৮২ থেকে (শিক্ষা পরিদপ্তরের মেমো নং-০১ (বিজ্ঞপ্তি ৬ম) তাং ১-১-৮২)। ঐ নিয়োগ বিধির অনেক ধারা ও উপধারা অস্পষ্ট ও জটিল। যা ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। আমরা এখানে দুই একটি ধারা-বিধির আলোচনা করব। যেগুলো প্রায়ই আমাদেরকে সমস্যায় ফেলে। প্রথমেই ধরা যাক নিয়োগের নিমিত্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার প্রসঙ্গ। ১নং বিধিতে আছে জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। কিন্তু জাতীয় দৈনিকের নাম সংজ্ঞা বা কোন তালিকা প্রদান করা হয়নি বা কোন ব্যাখ্যাও দেয়া হয়নি। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এযাবৎ নিকটস্থ শহরের জনপ্রিয় এবং বহুল প্রচারিত দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এসেছেন এবং সেই মোতাবেক শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করেছেন। এখন যদি জাতীয় দৈনিকের প্রশ্ন তুলে বৈধতার কথা ধরা হয় তবে ১-১-৮২ হতে আজ পর্যন্ত যত শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে সবগুলোই অবৈধ হয়ে যাবে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক-কর্মচারীর শূন্যতা দেখা দেবে। রাজধানীর পত্রিকাগুলো যদি জাতীয় দৈনিক হিসাবে গণ্য করা যায়, তবে, সুদূর পল্লী অঞ্চল থেকে রাজধানীর কোন দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যেমন ব্যয় বহুল, তেমনই কষ্টসাধ্য। এতে প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক ব্যয় বেড়ে যাবে এবং শিক্ষক-কর্মচারীর শূন্যপদও সহজে পূরণ হবেনা। শিক্ষা ক্ষেত্রে শূন্যতা বিরাজ করবে।

দ্বিতীয়তঃ বাছাই কমিটিতে শিক্ষা পরিদপ্তরের প্রতিনিধি থাকতে হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে মহকুমার সরকারী বালক-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিক্ষা পরিদপ্তরের প্রতিনিধি থাকবেন। সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকেন। শহর থেকে সুদূর পল্লী অঞ্চলে যাওয়া তাদের পক্ষে যেমন কষ্টকর, তেমনিই বিরক্তিকর। সরকারী বিদ্যালয়ের কাজের ঝামেলার জন্য অনেক সময় তারা প্রতিনিধিকেও পাঠাতে পারেন না। ফলে সময় মত বাছাই কমিটির সভা করাও কঠিন হয়ে পড়ে।

তৃতীয়তঃ ট্যাফিং প্যাটার্ন হিসাবে শিক্ষক কর্মচারী থাকতে হবে। কিন্তু ট্যাফিং প্যাটার্ন সম্বন্ধে আমাদের কাছে কোনরূপ ব্যাখ্যা বা নির্দেশ নেই। এ সব কারণে অডিট বা পরিদর্শনের সময় আমাদেরকে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

আইনের জটিলতা বা অনমনীয়তা থাকলে তা পালনে অনেক সময় ব্যর্থতা দেখা দেয়। আইন বা নির্দেশ যদি সহজ ও সরল হয় এবং নমনীয় হয় (শিথিল নয়), তা পালনের যোগ্যতা বাড়ে। আমাদের বিশ্বাস শিক্ষা বিভাগীর কর্তৃপক্ষ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ বিধি সম্বন্ধে আমাদের নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করে দেখবেন এবং আমাদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় আরো সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানে বাধিত করবেন।

(এক) জাতীয় দৈনিকের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হোক, সংগে সংগে নিকটবর্তী শহরের জনপ্রিয় এবং বহুল প্রচারিত পত্রিকাসমূহে বিজ্ঞপ্তি দেয়ার অনুমতি দেয়া হউক। (দুই) বাছাই কমিটিতে উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। (তিন) ট্যাফিং প্যাটার্ন-এর পূর্ণ ব্যাখ্যা বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে জানানো হোক।

মোঃ নুরউল গনি,
প্রধান শিক্ষক, পশ্চিম কধুরখীল
উ-চ বিদ্যালয়, কধুরখীল,
বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম